দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 12 MAR 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

[redacted]

বৃত্তির টাকা না পাওয়ায় কীভাবে ফরম ফিল আপ করবে সেই দুর্ভাবনা ব্যক্ত করে চিঠি দিয়েছে। চিঠি দিয়েছে ছাত্র মোঃ সাইফুল ইসলাম গত ৭ই জানুয়ারি। এদের আর্তি কে শুনবে? এরা সেটা জানতে চায়। চিঠি দিয়েছে গত ১৬ই জানুয়ারি রাজশাহী থেকে রাসেল, স্বাধীন, রতন ও মিঠু। সবাই ১৯৯১ সালে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাদের বৃত্তি পাওয়ার কথা। সরকার বৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছেন। ভিত্তিতে মেধাবী ছাত্রদের সুযোগ পাওয়া উচিত উচ্চ শিক্ষার এমন বিতর্ক অনুষ্ঠানের কথা আগেই বলেছি। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সকলে পাবে কিনা, সে বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার বন্ধ হতে চলেছে বৃত্তির টাকার হদিস নেই বলে।

একদিকে সরকার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাপ্য বৃত্তির টাকা বন্ধ করে দিয়েছেন। অপরদিকে গত বছর ২৭শে ডিসেম্বর ঈশ্বরদীতে সারামাড়ওয়ারী হাইস্কুল মাঠে এবং দৌলতপুর ডিগ্রী কলেজ মাঠে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দু'টি জনসভায় ভাষণ দেন। দৌলতপুর ডিগ্রী কলেজ মাঠে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আগামী তিন বছরে মেধাবী ছাত্রীদের জন্য মাসে ৮০ টাকা থেকে ১২০ টাকা পর্যন্ত বৃত্তি দেয়া হবে। এতে সাড়ে তিনশ' কোটি টাকা হতে চারশ' কোটি টাকা ব্যয় হবে। জনসভাতে তার এই ঘোষণা সহর্ষে নন্দিত হয়েছিল, তা আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছি। বৃত্তি পাওয়ার অধিকারী কিন্তু এখন পর্যন্ত পায়নি এমন একজন ছাত্র চিঠি লিখে জানতে চেয়েছে যে, মেধাবী ছাত্ররা বৃত্তি পাবে কি না; না শুধু মেধাবী ছাত্রীরা পাবে। এ চিঠি প্রকাশের পর দু'মাস পার হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চোখে পড়েছে কিনা জানি না। তবে এ ধরনের চিঠির জবাব দেয়ার দায় আছে সরকার এটা মনে করেন না। করলে এযাবৎ বৃত্তি সংক্রান্ত যে চিঠিগুলো প্রকাশিত হয়েছে, তার জবাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিশ্চয়ই চুপ করে থাকতো না।

প্রধানমন্ত্রী মেধাবী ছাত্রীদের জন্য বৃত্তিদানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণে আপত্তির কারণ দেখি না। মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহের জন্য ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করায় কেউ প্রশ্ন তোলেনি। আমাদের দেশে পুরুষের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নানা কারণে কম। শুধু কুসংস্কার নয়, নানা ধরনের বাধাবিপত্তি ও সামাজিক কারণে দেখা যায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তারা পুরুষদের মত গ্রহণ করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহিত করা এবং পুরুষের তুলনায় বাড়তি সুযোগ দানের ব্যাপারটি অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

এ ক্ষেত্রে একজন ছাত্র প্রশ্ন তুলেছে যে, মেধাবী ছাত্রদের বাদ দেয়া হবে কেন? তার যুক্তি আছে। ছাত্রছাত্রী নির্বিশেষে মেধাবী ছাত্ররা এ যাবৎ যে সরকারী বৃত্তি পেয়ে আসছিল তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মেধাবী গরীব ছাত্ররা বৃত্তির টাকার ওপর ভরসা করে উচ্চ শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিল- সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে তারা পথে বসতে চলেছে। এরকম পরিস্থিতি শুধু মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তি দেয়ার ঘোষণার রহস্য বুঝে উঠা দায়, একথা মানতেই হবে। উপরন্তু এ পর্যন্ত বৃত্তির অধিকারী মেধাবী ছাত্রীরা কোন্ অপরাধ করল যে তারা বঞ্চিত হবে।

অপরের নিন্দা করা সহজ, কিন্তু ভাল কাজ করা কত কঠিন, তার উদাহরণ বোধ হয় বর্তমান নির্বাচিত সরকার। সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব সাফল্যের ফিরিস্তি দেন বাস্তবে তা ধোপে টিকে না। যেমন সরকার গর্ব করে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছেন। দেখা গেল সরকার তাদের কৃতকর্ম নিয়ে একদিকে গর্ব করছেন এবং অপরদিকে যেসব থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে সেখানেও ৪০ ভাগ ছাত্রছাত্রী স্কুলের বাইরে রয়ে গেছে। এখানে অন্যান্য ক্ষেত্রের অসঙ্গতির কথা আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। এই একটি খাত শিক্ষা যা আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত- সন্ত্রাস, সেশনজট, শিক্ষার উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির কারণে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে এখন সরকারের প্রদত্ত বৃত্তি বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থাটি।

গত ১৩ই জানুয়ারি ঢাকা সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের উপ-ব্যবস্থাপক মাহবুবুল হক চৌধুরী একটি চিঠি দিয়েছেন। তাতে তিনি প্রস্তাব করেছেন যে, প্রকাশিত চিঠিপত্র সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান; মন্ত্রণালয় কিংবা সংস্থার জনসংযোগ বিভাগ খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের বক্তব্য সংশ্লিষ্ট পত্রিকা মারফত যদি জানানোর ব্যবস্থা করেন, তাহলে সকল ক্ষেত্রেই দায়িত্ববোধের পরিচয় মিলবে। পাশাপাশি অভিযোগ হোক, আবেদন-নিবেদন হোক সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা দেশবাসী জানতে পারে। একজন পত্রলেখক একটি দীর্ঘ পত্রে প্রস্তাব করেছিলেন যে, পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্র সম্পর্কে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকার যেন একটি বিশেষ সেল গঠন করেন এবং পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্র সংক্রান্ত কোন বক্তব্য থাকলে তা যেন যথাসময়ে জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি এ ব্যাপারে পত্রিকা সম্পাদকরাও কী ধরনের উদ্যোগ নিতে পারেন সে কথাও লিখে জানিয়েছিলেন। তার পরামর্শ মূল্যবান সন্দেহ নেই। তবে একটা প্রবাদবাক্য আছে যে, ১৮ মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। এ ধরনের কথা বলে তাই তাকে নিরুৎসাহী না করে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, তিনি যেন প্রস্তাবটা সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ে লিখে পাঠান। পত্রলেখক এরপর কী করেছেন জানি না। কিন্তু শ্রম ও উৎসাহের অপচয় নিশ্চিত। এতটা দায়িত্ববান যদি আমরা হতাম সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে তাহলে আমাদের লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত সার্টিফিকেটটি মাঠে মারা যেত। বাঙ্গালীদের বছরে খাটো আর কথায় দড় দেখে তিনি এক কবিতায় মন্তব্য করেছেন 'এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়, দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।' আর সেখানে যদি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার হয়, তবে তার কথা বলার অধিকারের তো সীমা-পরিসীমা থাকবে না। সারা বাংলাদেশ তোলপাড় করে শুধু কথা বলে যাচ্ছেন। কিছুই শুনতে চাচ্ছেন না সরকার। কেউ কিছু বলতে চেষ্টা করলে থামিয়ে বলেন-ষড়যন্ত্র চলছে উন্নয়ন ব্যাহত করার জন্য।

তারপর সরকারের শব্দ করার ক্ষমতা ও তা পৌঁছে দেয়ার যন্ত্র তো আছেই। শুধু অন্যের কথায় কান দেয়ার অবসর নেই। ধৈর্যও নেই। পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত সরকার পদাবলীর সেই পংক্তিটি আমাদের অনুসরণ করতে বলছেন আর আবৃত্তি করতে শিখিয়েছেনঃ তুমি যেন বল আর আমি যেন শুনি।' সরকার বলবেন। আমরা শুনবো। সুতরাং উন্নয়ন রাজনীতির কলরব মুখরিত প্রাঙ্গণে বৃত্তি বঞ্চিত ছাত্রদের আর্তি সরকারের কর্ণকুহরে পৌঁছবে কি?